ছেলেবেলা থেকে ডারউইনের জীবনকথা ভালো লাগে। তাঁকে নিয়ে একটা ছোট বই লেখার ইচ্ছে হয়েছে মাঝে মাঝে। ঝোঁকের মাথায় আজ তা বের করে ফেললুম নিজের ট্যাঁকের কড়ি খরচ করেই।

এ বই লেখার সময় নির্জন এক কক্ষের বড়ো প্রয়োজন ছিল। জলদাপাড়া ট্যুরিষ্ট লজের তপন দে মহাশয় আরণ্যক পরিবেশে আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা না করে দিলে এ বই শেষ হতো কি না সন্দেহ। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের জীববিজ্ঞানের অভিজ্ঞ শিক্ষক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়কেও মনে পড়ছে। তাঁর দেওয়া বই-পত্র ও মূল্যবান উপদেশ এ বইকে সমৃদ্ধ করেছে অনেক।

লেখক হিসেবে আমার অস্তিত্ব, তা সে যতো সামান্যই হোক, এর সবটুকুই আমার নিজের হাতে তৈরি করা—তা না বললে, মিথ্যে বলা হবে। এ ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব, অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং 'জ্ঞান বিচিত্রা' বাদে আর কোনোখান থকে কোনো উৎসাহ বা সাহায্য পেয়েছি এমন মনে পড়েনা। নানা জায়গায় লেখা ছেপেছি বটে, তবে সে শুধু ছাপার জন্যেই।

অনেক দিনের অভ্যেসে বই লেখা, ছাপা এবং নিজেই তা বিক্রি করা, সবই কেমন সয়ে গেছে। পাঠক জোটে না বললে, যাঁরা আমার বই পড়েন, তাঁদের ছোট করা হবে। আর পাঠক তো জোটেই, নাহলে টিকে আছি কী করে? পাবলিশার্স জোটেনা তা-ও বলব না। রয়্যালটি জোটে না। আমার বই বিক্রি

করবার জন্যে বিক্রেতা জোটেনা তা-ও নয়—তাঁরা বই বিক্রি করে পয়সা দেন কদাচিৎ। অগত্যা এই পন্থা। হয়তো এ পন্থা লেখক হিসেবে সম্মানের নয়, কিন্তু বেঁচে থাকতেই সকলকে সম্মান পেতে হবে এমন কি কথা আছে!

ডারউইনকেও তাই আমার ওপরেই নির্ভর করতে হলো। তাতে ডারউইন বা আমার কিছু যায় আসেনা। কারণ আমার অন্য বইয়ের মতো এ বইয়েরও পাঠক জুটবে এ বিশ্বাস আছে। একটা কথা বলব? যদি সত্যিই এ বই হঠাৎ ভালো লেগে যায়, তো আমাকেই লিখুন না।

সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া
(জেলা স্কুলের কাছে)
জলপাইগুড়ি—৭৩৫ ১০১

আজ সেই স্মরণীয় ২৭-শে ডিসেম্বর
১৬০ বছর আগে যেদিন
চার্লস ডারউইন
বীগ্‌ল জাহাজে করে
বিস্ময়-পৃথিবীর নতুন দিগন্তের
খোঁজে বেরিয়েছিলেন

অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী—
আমার নারানদাকে